

বৃষ্টিরা যায় ইশকুলে

আমায় আসতে অনেক দেরি। তবু বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির দেখা পাই। বৃষ্টি এলে তার না ভালো লাগে। ঝড় না হলেই ভালো। ঝড় যদি আসেও ঘরবাড়ি মেনে না ভাঙে। বৃষ্টি এলে খাল-বিল-নালা-নালা ভরে ওঠে জলে। আসে মায়। ঝড়ঝড়ের দেশে বর্ষার অনেক গুণ। সেই বর্ষা ও বৃষ্টির ভাল-মন্দ নানান বিষয় নিয়ে মজার মজার ছড়া লিখেছেন আমাদের এক প্রিয় ছড়াকার সারওয়ার-উল-ইসলাম। এই বইটি পড়লে পাওয়া যাবে বৃষ্টিভেজা দিনের পেঁখে ফালকা কিছু গল্প।

‘কাকভেজা’ নামে চমৎকার একটা ছড়ায় তিনি গল্প রেখেছেন— কাকের মতো ভিজলে মানুষ দেখতে আছ লাগবে যা! মানুষ হলেও সবাই তখন বলবে কেন কাকভেজা।

চরণের পেঁখে মাড়ির বললে গল্প চিত্র মিলেই ভালো হতো। বৃষ্টির সময় সব খুসুই ব্যাংগার যেতে চায়। কিন্তু ব্যাঙদের কাপটা লাগার অসুখ-বিসুখ হতে পারে এই আশঙ্কার মায়েরা খুসুদের ব্যাংগার যেতে নিষেধ করেন। এই বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে ‘বৃষ্টি দেখা হয় না খুসুর’ নামের ছড়ায়। ‘ব্যাংগার’ শব্দের সঙ্গে ‘মিড়ান নার’-এর অসামিলও কানে সুখ দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এখানে গীড়ান

শব্দের টিক উজ্জ্বল হল গীড়ানো। মিল প্রাচীর রাখতে গিয়ে তুল উজ্জ্বলকে প্রয়োগ দেওয়াও বেশ হয় টিক নয়। বৃষ্টির সময় বিকশাঅলারা ঝিগল ভাড়া দাবি করে, বৃষ্টির সময় এসেই শহরের রাস্তাঘাট মোরামতের উদ্যোগ নেয়া হয় এসব অসুস্থতার কথাও ছড়াকার তুলে ধরছেন। ‘বৃষ্টি ফ্যাট্যাগি’ ছড়ায় রাজনৈতিক আলাপও দেবেছেন। ‘সকাল বেগার বৃষ্টি’ যে ইচ্ছুলে না যাওয়ার বাহানা হতে পারে। সেটি ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। বৃষ্টি শেষে রঙনু জাগে আকাশে। জলাগার ভেতর দিয়ে নুয়ের পাখাভের হাতছানি পেতে এক কিশোরের ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ সে অনু থেকে পছন্দ। এ রকম ছড়ার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি ছোটদের সহমর্মী করে তোলার প্রয়াস রয়েছে। বৃষ্টি নিয়ে নানামাত্রিক ছড়া লিখে সারওয়ার আমাদের ধন্যবাদ পাবেন। এই বইয়ের একটি সর্বস্ব সুন্দর ছড়ার নাম ‘বৃষ্টি প্রার্থনা’।

কবি লিখেছেন—
মাঠ ফেটে গেঁড়ির সবুজের ছায়া নেই
কৃষকের জন্যে কি
আকাশের মাল্য নেই!

এতক্ষণে যে বইটির ভালো-মন্দের কথা বললাম তার নাম ‘বৃষ্টিরা যায় ইশকুলে’। প্রকাশ করেছে হাসান জয়েদী, পাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা। প্রচ্ছদ আঁকার কৃতিত্ব ব্রহ্ম এখের। ভেতরের অলঙ্করণও তার। মূল্য ২০ টাকা।

সাদাকো ও হাজার সারস

কনাজার সাংবাদিক ও লেখিকা ইলেনার কোয়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে গিয়েছিলেন। হিরোশিমা শহরের ধ্বংসলীলা দেখে তিনি বিচলিত হন। ১৯৬৩ সালে আবার জাপান এসে

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত এই বইটি কেবল জাপানে নয়, সাদাকো এখন হয়ে উঠেছে বিশ্বের শান্তির প্রতীক। সাদাকোকে নিয়ে জাপানেই ২৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের অন্তত ৫২টি দেশে সাদাকো নাম ছড়িয়ে আছে ইলেনার কোয়ের বইটি অনুবাদের

অগ্রণী পুস্তকঘরের একজন। অনু নামে বিমানিক একটি বিজ্ঞান পত্রিকাও বের করতেন। চাকরিসূত্রে প্রবাসী হয়েও তিনি নিরমিত লিখছেন বিজ্ঞান নিয়ে এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হিরোশিমা এটম বোমা সাদাকোর পরিবারের ৬ জনসহ অসংখ্য মানুষ মারা যায়। প্রতি বছর ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবস পালন করা হয়। এটিকে শান্তি দিবস হিসেবে মনে করা হয়। এদিনে অনেকের মতো সাদাকো তার মৃত স্বজনদের স্মরণে বাতি জালিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু একসময় জানা গেল হাসিখুশি মানের মেয়েটিও বোমার তেজস্ক্রিয়ার শিকার। ভর্তি হয় হাসপাতালে। জাপানি স্নোকবিদ্যাসে আছে— যদি কেউ কাগজ ভাঁজ করে এক হাজার সারস বানায়, তবে দেবতারা তার ইচ্ছে পূরণ করে। বোমার তেজস্ক্রিয়া থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার আশায় সাদাকো এক হাজার সারস বানানোর পণ করে। প্রতিদিন সে সারস বানায়। কিন্তু ছয়শ’ চুয়াতিশটি সারস বানানোর পর সাদাকো মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে। এরপর তার বড়ুয়া আরও তিনশ’ ছায়াভূতি সারস বানিয়ে সাদাকোর নামে উৎসর্গ করে। এটি ছিল ১৯৫৫ সাল। ১৯৫৮ সালে হিরোশিমা শান্তি উদ্যানে এই শিখের নামে একটি স্তম্ভ তৈরি করা হয়। সাদাকোর সম্মানে গড়ে তোলা হয় ‘সারস ট্রাফ’। শান্তি দিবসে জাপানের সারস ট্রাফের সদস্যরা প্রতি বছর সাদাকোর নামে কাগজ নিয়ে এক হাজার সারস বানায়। এই ইচ্ছে

সাদাকো ও হাজার সারসের কাহিনী। অনুবাসক স্বপন বিশ্বাস অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এটি প্রকাশ করেছেন। অনুবাসকের সংযোজন হিসেবে তিনি ‘করা ফুলের কথকতা’ নামে সাদাকোর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। সাদাকোর মায়ের চিঠি এবং কাগজ কেটে সারস বানানোর সচিত্র তৌশল এই বইয়ের বাড়তি আকর্ষণ। অনুবাসক স্বপন ঘোষণা দিয়েছেন এই বইয়ের সম্মানী বাবদ গ্রান্ট টাকা ঢাকা শান্তি আন্দোলন। এবং সাদাকোর একটি ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যয় করা হবে। এছাড়া www.padochinho.com নামে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যুক্তবিরোধী মনোভাব তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। কাগজ নিয়ে সারস তৈরি করে হিরোশিমায় পাঠিয়ে শান্তি আন্দোলনে সহমর্মিতা প্রকাশ এবং ঢাকায় সাদাকো স্তম্ভ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বইটি সংগ্রহ করে আমরা। কেবল ছোটরা নয় বড়রা এই আন্দোলনের শরিক হতে পারে। সাদাকোকে বাংলাদেশে পরিচিতি করানো, বই অনুবাদ এবং ভাস্কর স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে স্বপন বিশ্বাস যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলেন— তা সম্মানের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বইটি প্রকাশ করেছে সাহিত্যিকা, ৬৭, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। সময় মজুমদারের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। নাম ৮০ টাকা।



হিরোশিমা শান্তি উদ্যানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পান। বোমার বিসফোরণের শিকার শিশু সাদাকোর এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখে ইলেনার কোয়ের রচনা করেন Sadak and the Thousand Paper Cranes নামের বইটি। ১৯৭৭ সালে



মাধ্যমে। সিঙ্গাপুর-প্রবাসী লেখক স্বপন বিশ্বাস বাংলায় এর অনুবাদ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছেও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। স্বপন বিশ্বাস পেশায় প্রকৌশলী। বাংলাদেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ আন্দোলনের